দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 8 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ২ ...

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির আহ্বান এনজিও প্রতিনিধিদের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কওমী মাদ্রাসা 'ভয়ংকর বিপজ্জনক': প্রাক বাজেট আলোচনায় অর্থমন্ত্রী

কওমী মাদ্রাসাগুলোকে 'ভয়ংকর বিপজ্জনক' বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন এনজিওর উদ্বেগের প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। এনজিওর একাধিক প্রতিনিধি গতকাল প্রাক বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছেন, সরকার প্রতিবছর অনেক অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় করছে। আমাদের উচিত প্রগতিশীল মানুষ তৈরি করা। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় তা হচ্ছে না। এর জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, মাদ্রাসায় সরকারের ব্যয় অনেক কম। মাদ্রাসা শিক্ষায় যে ব্যয় সরকার করছে তার পুরোটাই যাচ্ছে আলীয়া মাদ্রাসায়। কিন্তু দেশে ২৬ থেকে ২৮ হাজার কওমী মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলো সরকারের কোন অর্থ নেয় না। তারা সরকারের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে। তাদের বিষয়ে আমাদের কিছুই করার নেই। তাদের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। অন্যদিকে আলীয়া মাদ্রাসার বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আলীয়া মাদ্রাসার সিলেবাস দেখেছি। সেখানে তারা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। হাদিসের পাশাপাশি অংক, পদার্থবিদ্যাসহ অধুনিক বিষয়গুলো পড়ানো হয়।

আগামী (২০১৫-১৬) অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুতি নিয়ে শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে প্রাক বাজেট আলোচনায় গতকাল বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতসহ পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার আহ্বান জানান তারা। বিভিন্ন আলোচনায় এনজিও প্রতিনিধিরা রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র এবং বাগেরহাটে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলে অর্থমন্ত্রী বলেন, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে এটা এখন বাস্তবতা। এটি বাস্তবায়নে সুন্দরবনের কোন ক্ষতি হবে না। আর রূপপুর পারমাণবিক স্থাপনার কাজ এখনও প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছে, এটি নিয়ে উদ্বেগের পর্যায়ে এখনও আমরা পৌঁছাইনি।

শিক্ষার হার বাড়ছে কিন্তু চাকরিতে বেতন সে হারে বাড়ছে না, এমন অভিযোগের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেই এটি রয়েছে। বই-এর উপর কর প্রত্যাহারের আহ্বানের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, সব বইয়ের উপর কর নেই। বিশেষ বিশেষ বইয়ের উপর কর রয়েছে এবং এটা ঠিক আছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা শহরে পাবলিক টয়লেটের জন্য বরাদ্দ, ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য সেবা বাড়ানোর বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অর্থমন্ত্রী জানান, চলতি অর্থবছরের (২০১৪-১৫) বাজেটের আকার আড়াই লাখ কোটি টাকা থেকে কমে ২ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা হবে। এবছরের জানুয়ারি মাসে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ হবে বলে যে প্রত্যাশা করা হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি সম্ভব না হলেও প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

প্রাক বাজেট আলোচনায় অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও বক্তব্য রাখেন। অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, পূর্বে শিক্ষা এবং দক্ষতায় অনেক বড় ব্যবধান ছিলো যা বর্তমানে কমছে। সিলেট ও চট্টগ্রামে বাজেটের বেশি বরাদ্দ যাচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি বলেন, বিষয়টি আমরা দেখবো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বর্তমানে ১০ টাকায় ১ কোটি ৩৩ লাখ ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটি একাউন্ট খুলেছেন কৃষকরা। সম্প্রতি পথশিশুদের এ সেবা দেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর ১০ হাজার নারী উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংকের প্রত্যেকটি শাখাকেই উদ্যোগ নিয়ে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে।

মুক্ত আলোচনায় দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানান এনজিও প্রতিনিধিরা। নিজেরা করি এনজিওর প্রধান নির্বাহী খুশী কবির বলেন, দেশে অনেক খাস জমি রয়েছে যা বরাদ্দে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেছেন, বাজেটের ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। সিটি করপোরেশনের বাইরের এলাকায় স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) চেয়ারম্যান আবু নাছের খান বলেন, নদী রক্ষায় পিলার বসানোর কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। রেলের মাস্টার প্লান বাস্তবায়ন এবং জেলা পর্যায় পর্যন্ত চার লেনের রেলপথ হওয়া উচিত। পবার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম বলেছেন, দুর্নীতির কারণে দেশে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। দেশে নদী রক্ষায় নদী কমিশন হয়েছে কিন্তু তারা কাজ করছে না। আগামী বাজেটে নারীদের জন্য পৃথক ব্যাংক গঠনে বরাদ্দ দেয়ার আহ্বান জানান গ্রীন ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক এরোমা দত্ত। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচালক আকলিমা খাতুন বলেন, শহরের বাইরে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য সেবার জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন।

তাছাড়া পরিবেশবান্ধব বক্কুচুলা গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণের জন্য সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। স্টেপ টুয়ার্ডস-এর প্রতিনিধি রেখা সাহা বলেন, আমাদের শিশুদের প্রগতিশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় সরকার বড় ব্যয় করছে। এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। সুপ্র'র পরিচালক এডিসন সুব্রত বাড়ৈ বলেন, বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন। সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ-এর অনারারি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমলেও শহরের বস্তি সমস্যা রয়েই গেছে। তারা সরকারের সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বলেন, সরকারের বড় আংকরের অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষায় যাচ্ছে। এটি দেখা প্রয়োজন। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরো বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।